প্রথম আলো

প্রথম আলো

তারিখ 20 NOV 2012
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

# লোহাগড়ায় মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষার দুরবস্থা

লোহাগড়া (নড়াইল) প্রতিনিধি ●

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোতে কম্পিউটার শিক্ষায় দুরবস্থা বিরাজ করছে। দক্ষ শিক্ষক, কম্পিউটারের সংকট এবং বিদ্যুতের সুবিধা না থাকায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় ৩৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৩টি মাদ্রাসা রয়েছে। এর মধ্যে ২৭টিতে নবম শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে কম্পিউটার শিক্ষা চালু আছে। এর মধ্যে আবার ১৭টিতে মাত্র একটি করে কম্পিউটার আছে। তবে এই ১৭টি কম্পিউটারের অধিকাংশই বিকল। বাকি ২১টিতে কম্পিউটার শিক্ষা চালু নেই। বিদ্যুতের সংযোগ না থাকায় এর মধ্যে ১১টিতে কম্পিউটার শিক্ষা চালু করা যায়নি। আর শিক্ষক না থাকায় বাকি ১০টিতে এ বিষয় চালু করা যায়নি।

> দক্ষ শিক্ষক, কম্পিউটার-সংকট এবং বিদ্যুতের সুবিধা না থাকায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে

কাশিপুর এসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষক সুবোধ কুমার নন্দী বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়ে একটি কম্পিউটার আছে। তবে সেটি দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। এটি ঠিক করার জন্য কয়েক হাজার টাকা খরচ করাও হয়েছে। কিন্তু সচল করা যায়নি। অর্থের অভাবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কম্পিউটার কিনতে পারছে না। এখানে কম্পিউটার বিষয়ে ৫৭ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। এ বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষায় ৩০ নম্বর, অথচ কম্পিউটার না থাকায় ব্যবহারিক ক্লাস হয় না।'

এম কে মিতালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মকিবুল, সোনিয়া, স্বর্ণালী ও আমর মুক্তা জানায়, কম্পিউটার না থাকায় ব্যবহারিক ক্লাস হয় না। তত্ত্বীয় ক্লাসও কম্পিউটার ছাড়া সঠিকভাবে করা যায় না।

ব্রাহ্মণডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসার সুপার মো. মিজানুর রহমান বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়ের ৩৪ জন শিক্ষার্থী ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে কম্পিউটার শিক্ষা নিয়েছে। কিন্তু কোনো কম্পিউটার না থাকায় ব্যবহারিক ক্লাস হয় না। এ কারণে কম্পিউটারের কিছু শেখানোও যায় না।'

হাজী মোফাজ্জেল সরণী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মহিদুর রহমান জানান, মাত্র একটি কম্পিউটার দিয়ে ৪৬ জন শিক্ষার্থীর লেখাপড়া চলছে। শালনগর মডার্ন একাডেমির প্রধান শিক্ষক মশিয়ার রহমান বলেন, এখন কম্পিউটার শুধু লেখাপড়া করার জন্যই নয়; বরং শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন, ফরম পূরণ ও ফলাফল অনলাইনে দিতে প্রয়োজন হয়। অথচ উপজেলার অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার নেই।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল হামিদ ভূঁইয়া বলেন, কম্পিউটার বিষয়ে যাঁরা উচ্চশিক্ষা নেন, তাঁরা গ্রাম এলাকায় আসতে চান না। দক্ষ না হওয়ায় শিক্ষকেরা কম্পিউটারগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন না। এ কারণে এগুলো বিকল হয়ে পড়ে আছে। তবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। পাশাপাশি নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নিতে পারে।